তৃতীয় অধ্যায়

মধ্যমেয়াদি রাজস্ব আহরণ, রাজস্ব আহরণের দৃশ্যকল্প এবং কৌশল

৩.১ অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ সার্বিক রাজস্ব ব্যবস্থাপনার একটি অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। সরকারের চলতি ব্যয় নির্বাহ এবং উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়ন, বৈদেশিক সহায়তা ব্যতিরেকে, অনেকাংশে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সম্পদ আহরণের ওপর নির্ভর করে। একই সাথে বৈদেশিক সহায়তার ওপর নির্ভরশীলতা ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা কিংবা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাসের এটি একটি অন্যতম উপায়। অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ -এর বিধান অনুযায়ী বাজেট ঘাটতি সহনীয় পর্যায়ে রাখতে হবে এবং এর জন্য অভ্যন্তরীণ উৎস হতে রাজস্ব আহরণ উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানো অপরিহার্য। এর জন্য একটি সুস্পষ্ট রাজস্ব নীতি এবং শক্তিশালী রাজস্ব প্রশাসন থাকা দরকার। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে একটি পরিপূর্ণ রাজস্ব নীতি প্রণয়ন করা যেতে পারে। ভবিষ্যতে এটি একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ও ধারাবাহিক দিক-নির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে। বাংলাদেশের কর-জিডিপি অনুপাত দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর তুলনায় সর্বনিম্ন (প্রায় ৯.০ শতাংশ)। নিম্ন কর ভিত্তি, দুর্বল ব্যবস্থাপনা এবং বিধি-বিধান পরিপালনের নিম্ন হার (low compliance rate) মূলত: এর জন্য দায়ী। রাজস্ব আহরণ বাড়ানোর মাধ্যমে কর-জিডিপি অনুপাত দক্ষিণ এশীয় মানের পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে নানাবিধ প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

৩.২ এ অধ্যায়ে সরকারের রাজস্ব এবং কর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হবে। এর মধ্যে থাকবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সরকারি রাজস্ব আয়ের ক্ষেত্রে অর্জন ও এর গতি-ধারা (trends and performances)। সরকারি রাজস্বের কাঠামো এবং এর প্রভাব বিষয়েও কিছুটা আলোকপাত করা হবে। সবশেষে মধ্যম মেয়াদে রাজস্ব আয়ের সম্ভাব্য কৌশল এবং রাজস্ব প্রক্ষেপণ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

রাজস্ব আদায়ের সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতি পর্যালোচনা

সামগ্রিক রাজস্ব আদায় (overall performance)

৩.৩ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে (২০০৭-০৮ ও ২০০৮-০৯ অর্থবছর ব্যতিরেকে) রাজস্ব আদায়ের গতি আশাব্যঞ্জক ছিল না। এ বছরগুলোতে রাজস্ব আদায়ের প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রাকে কমিয়ে সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। এরপরেও সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। রাজস্ব নীতি প্রণয়ন এবং রাজস্ব প্রশাসনকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে সরকারের অব্যাহত প্রচেষ্টা রয়েছে। এ সত্ত্বেও রাজস্ব আহরণে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য এখনো অর্জন করা সম্ভব হয়নি। অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে বি দ্যমান দুর্বলতার বিষয়ে সরকার ওয়াকিবহাল রয়েছে। সে আলোকে রাজস্ব আহরণ বাড়াতে চলমান উদ্যোগকে আরো শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

৩.৪ রাজস্ব আহরণ এবং রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি জিডিপি'র তুলনায় গত কয়েক বছর (অর্থবছর'০৫-'০৭) ধরে প্রায় একই পর্যায়ে স্থির ছিল (সারণি ৩.১)। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে কর-রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে ২২.৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল যা জিডিপি'র তুলনায় এ যাবত সর্বোচ্চ (১০.৮ শতাংশ)। পূর্ববর্তী অর্থবছরগুলোর অপরিশোধিত/বকেয়া কর এবং অপ্রদর্শিত আয়ের ওপর কর আদায়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড -এর বিশেষ পদক্ষেপ এবং টাস্কফোর্সের সহায়ক ভূমিকার ফলে কর-রাজস্ব আহরণে এ উচ্চ প্রবৃদ্ধি লাভ হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিদ্যমান কর-নীতি কাঠামোতেও আরো অধিক রাজস্ব আহরণের সম্ভাবনা (potential) রয়েছে। কর কাঠামোয় সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং কর প্রশাসনের গতিশীলতা বাড়িয়ে আরো অধিক পরিমাণে কর-রাজস্ব আহরণের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

সারণি ৩.১: রাজস্ব আদায়ের সামগ্রিক চিত্র (বিলিয়ন টাকায়)

	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯
বাজেট প্রাক্কলন (রাজস্ব প্রাপ্তি)	৪১৩.০১	৪৫৭.২৩	৫২৫.৪২	৫৭৩.০১	৬৯৩.৮
সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	৩৯১.৯৯	৪৪৮.৭০	৪৯৪.৭২	৬০৫.৩৯	৭০৬.৮
প্রকৃত আদায়	৩৮০.২২	৪২৯.০৪	৪৮৩.৪১	৫৯১.৫৩	৬৪১.০
প্রবৃদ্ধি: পূর্ববর্তী অর্থবছরের প্রকৃত আদায়ের ওপর (%)	১২.৭	১২.৮	১২.৭	২২.৪	৮.৪
প্রকৃত আদায় (সংশোধিত বাজেটের % হিসেবে)	৯৫.৩	৯৭.০	৯৫.৬	৯৭.৭	৯০.৭
প্রকৃত আদায় (জিডিপি'র % হিসেবে)	১০.৩	১০.৩	১০.২	১০.৮	১০.৪

উৎসঃ FSMU, অর্থ বিভাগ

৩.৫ পর্যালোচনার বিষয় হচ্ছে যে, ২০০৮-০৯ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি সাম্প্রতিক কালের সর্বনিম্ন পর্যায়ে (৮.৪ শতাংশ) নেমে যায়। বৈশ্বিক মন্দার প্রভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য-সামগ্রির মূল্য ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। এর ফলে আমদানি পর্যায় হতে রাজস্ব আয়ও ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। এ ছাড়া প্রচলিত ধারার বাইরে গিয়ে গত দু'অর্থবছরে রাজস্ব প্রাপ্তির প্রাক্কলন সংশোধিত বাজেটে বাড়ানো হয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে উচ্চ প্রবৃদ্ধির ফলে ভিত্তি অর্থবছরের বেইজ (base) বড় হয়েছে। এ সকল বিবেচনায় ৮.৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি মোটামুটি সন্তোষজনকও বলা যায়।

৩.৬ পর্যায়ক্রমে সরকারের রাজস্ব আদায়ের উদ্যোগ শক্তিশালী হলেও বাংলাদেশের কর-জিডিপি অনুপাত উল্লেখযোগ্যভাবে কম। এমনকি দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহের তুলনায়ও বাংলাদেশের কর-জিডিপি অনুপাত অনেক কম। নিম্নের চিত্র (লেখচিত্র ৩.১) হতে এ বিষয়ে আরো সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেতে পারে। বাংলাদেশের রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের গড় অনুপাতের (জিডিপি'র ১৩ থেকে ১৫ শতাংশ) কাছাকাছি উন্নীত করতে হবে। এ লক্ষ্যে নতুন ও নিরবচ্ছিন্নভাবে সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের জোরদার পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।

লেখচিত্র ৩.১: রাজস্ব আহরণ- দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহ (জিডিপি'র % হিসেবে)

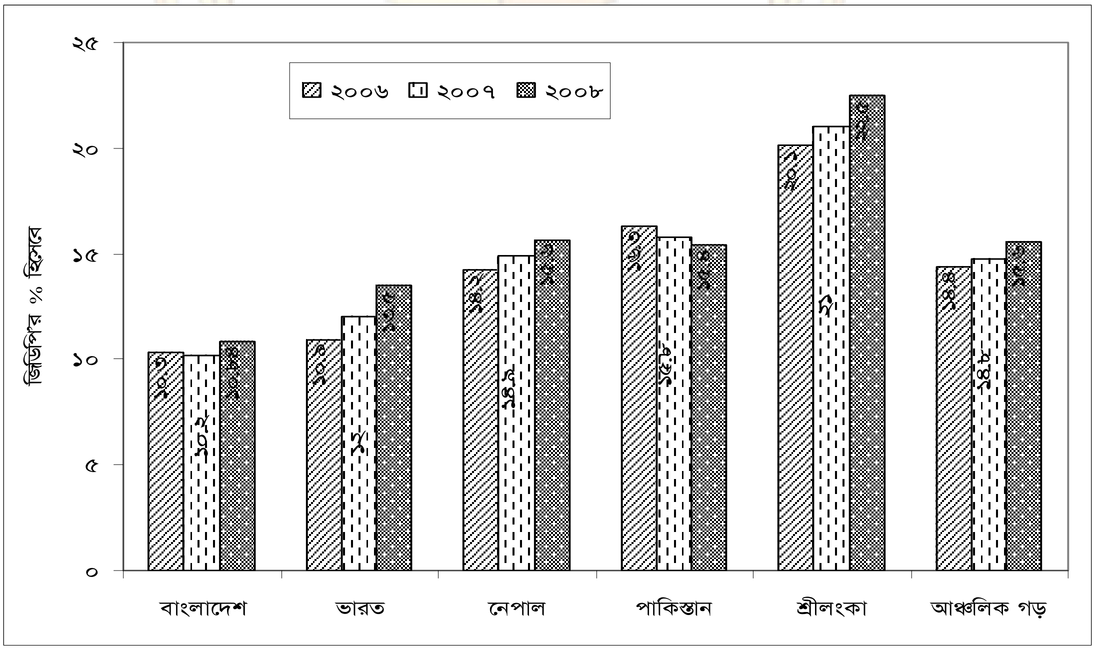

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ।

৩.৭ মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ)- পদ্ধতির বাজেট ব্যবস্থাপনায় বর্ধিত রাজস্ব আহরণ সামগ্রিক রাজস্ব নীতির একটি প্রধানতম লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত। অত্যাবশ্যকীয় গণসেবা প্রদান, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো বিনির্মাণ

এবং দারিদ্র্য-বান্ধব অব্যাহত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের যোগান নিশ্চিত করা দরকার। এ জন্য মানব-পূঁজি উন্নয়নে সরকারি বিনিয়োগ বাড়ানো প্রয়োজন। স্থায়ীভাবে দারিদ্র্য বিমোচনে এটাকে একটা আবশ্যকীয় উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এ সকল বিবেচনায় মধ্যম মেয়াদে সরকারি রাজস্ব আহরণ প্রতিবছর গড়ে জিডিপি'র ০.৫ থেকে ০.৭ শতাংশ হারে বাড়াবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। এ হিসেবে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সরকারি রাজস্ব জিডিপি'র ১৪.১ শতাংশে উন্নীত হবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে।

রাজস্ব আহরণের গতি ধারা এবং এর গঠন (Trends and composition)

৩.৮ অর্থবছর ২০০৮-০৯ -এ মোট রাজস্ব আহরণে ৮.৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে (সারণি ৩.১)। অর্থবছর ২০০৪-০৫ থেকে ২০০৮-০৯ পর্যন্ত সময়ে মোট রাজস্ব আহরণ বার্ষিক গড়ে ১৩.৯ শতাংশ হারে বেড়েছে। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে মোট রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল ৩৮০.২ বিলিয়ন টাকা, যা ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ৬৪১.০ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে আহরিত মোট রাজস্বের প্রায় ৮১.৪ শতাংশ ছিল কর-রাজস্ব এবং অবশিষ্ট ১৮.৬ শতাংশ ছিল কর-বহির্ভূত রাজস্ব (সারণি- ৩.২)। অন্যদিকে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে কর-রাজস্ব মোট রাজস্বের ৮২.৫ শতাংশে উন্নীত হলেও কর-বহির্ভূত রাজস্ব ১৭.৫ শতাংশে নেমে যায়।

সারণি ৩.২: সরকারি রাজস্ব আয়ের প্রধান প্রধান উৎস (বিলিয়ন টাকায়)

	২০০৪-০৫ প্রকৃত	২০০৫-০৬ প্রকৃত	২০০৬-০৭ প্রকৃত	২০০৭-০৮ প্রকৃত	২০০৮-০৯ প্রকৃত
মোট রাজস্ব	**৩৮০.২০**	**৪২৯.০০**	**৪৮৩.৪০**	**৫৯১.৫৩**	**৬৪১.০**
জিডিপি'র % হিসেবে	১০.৩	১০.৩	১০.২	১০.৮	১০.৪
কর-রাজস্ব	**৩০৪.৮০**	**৩৩৯.৬০**	**৩৮০.৩০**	**৪৮১.২৯**	**৫২৮.৬৬**
জিডিপি'র % হিসেবে	৮.২	৮.২	৮.১	৮.৮	৮.৬
এনবিআর রাজস্ব	**২৯০.৬**	**৩২৪.৩**	**৩৬১.৮**	**৪৫৮.১৬**	**৫০২.১৩**
জিডিপি'র % হিসেবে	৮.০	৮.০	৮.০	৯.০	৮.২
আয় ও মুনাফার ওপর কর	*৫১.১২*	*৬৩.৯৯*	*৮৬.২১*	*১১৬.৬৯*	*১৩৪.৩৩*
আমদানি শুল্ক	*৭৫.৮৫*	*৭৫.১৪*	*৭৫.৮৫*	*৮৭.৬৮*	*৮৪.৪০*
ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক	*১৫৮.৩৭*	*১৭৯.৪৪*	*১৯৩.২৩*	*২৪৬.৫৬*	*২৭৬.৫৬*
অন্যান্য এনবিআর রাজস্ব	৫.৫২	৫.৭৫	৬.৪৮	৭.২৩	৬.৮
এনবিআর বহির্ভুত রাজস্ব	**১৪.২১**	**১৫.২৫**	**১৮.৫৫**	**২৩.১৩**	**২৬.৫৩**
কর বহির্ভুত রাজস্ব	**৭৫.৪০**	**৮৯.৫০**	**১০৩.১০**	**১১০.২৪**	**১১২.৩**
জিডিপি'র % হিসেবে	২.০	২.২	২.২	২.০	১.৮

উৎসঃ অর্থ বিভাগ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

৩.৯ মোট সরকারি রাজস্ব বিগত পাঁচ বছরে জিডিপি'র গড়ে ১০.২ শতাংশ থেকে ১০.৮ শতাংশের মধ্যে ওঠানামা করে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে এটা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়ে জিডিপি'র ১০.৪ শতাংশে দাঁড়ায়। একই অর্থবছরে এনবিআর কর-রাজস্ব আহরণও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায় যার কতিপয় কারণ অনুচ্ছেদ ৩.৪ -এ বিবৃত হয়েছে। এনবিআর -এর হিসেব অনুযায়ী গত অর্থবছরে আহরিত এনবিআর কর-রাজস্বের পরিমাণ হলো ৫২৫.২ বিলিয়ন টাকা। হিসাব মহা-নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের হিসাব মতে প্রকৃত আদায়ের পরিমাণ ৫০২.১ বিলিয়ন টাকা, যা এনবিআর-এর হিসাব হতে ২৩.১ বিলিয়ন টাকা কম। এ তারতম্যের পরিমাণ অনেক বেশি, অনতিবিলম্বে এর সঙ্গতিসাধন করা প্রয়োজন।

কর-রাজস্ব

৩.১০ অর্থবছর ২০০৪-০৫ থেকে ২০০৮-০৯ সময়ে কর-রাজস্বের পরিমাণ জিডিপি'র ৮.১-৮.৮ শতাংশের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল (সারণি ৩.৩)। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে কর-রাজস্বের পরিমাণ জিডিপি'র ৮.৮ শতাংশ হলেও ২০০৮-০৯ অর্থবছরে তা হ্রাস পেয়ে ৮.৬ শতাংশে দাঁড়ায়। অর্থবছর ২০০৪-০৫ হতে ২০০৮-০৯ সময়ে মোট কর-রাজস্ব বার্ষিক

গড়ে ১৪.৮ শতাংশ হারে বেড়েছে। এ প্রবৃদ্ধি মোটামুটি সন্তোষজনক। তবে একই সময়ে এনবিআর কর-রাজস্ব জিডিপি'র ৮.০ শতাংশের কাছাকাছি এবং এনবিআর বহির্ভূত কর-রাজস্ব জিডিপি'র ০.৪ শতাংশে স্থির থাকে। এনবিআর কর-রাজস্বের মধ্যে বেশির ভাগ আহরিত হয় ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক খাত হতে, যা মোট রাজস্বের গড়ে প্রায় ৪১.৭ শতাংশ (জিডিপি'র ৪-৫ শতাংশ)।

সারণি: ৩.৩: মোট কর-রাজস্বে উৎস

কর-রাজস্ব খাত	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯
	প্রকৃত	প্রকৃত	প্রকৃত	প্রকৃত	প্রকৃত
	বিলিয়ন টাকায়				
কর-রাজস্ব	**৩০৪.৮**	**৩৩৯.৬**	**৩৮০.৩**	**৪৮১.৩**	**৫২৮.৭**
এনবিআর কর-রাজস্ব	**২৯০.৬**	**৩২৪.৩**	**৩৬১.৮**	**৪৫৮.২**	**৫০২.১**
আয় ও মুনাফার ওপর কর	৫১.১২	৬৩.৯৯	৮৬.২১	১১৬.৭	১৩৪.৩
আমদানি শুল্ক	৭৫.৮৫	৭৫.১৪	৭৫.৮৫	৮৭.৭	৮৪.৪
ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক	১৫৮.৩৭	১৭৯.৪৪	১৯৩.২৩	২৪৬.৫৬	২৭৬.৬
অন্যান্য	৫.৫২	৫.৭৫	৬.৪৮	৭.২	৬.৮
নন-এনবিআর কর রাজস্ব	**১৪.২১**	**১৫.২৫**	**১৮.৫৫**	**২৩.১**	**২৬.৫**
	জিডিপি'র শতকরা হার				
কর-রাজস্ব	**৮.২**	**৮.২**	**৮.১**	**৮.৮**	**৮.৬**
এনবিআর কর-রাজস্ব	**৮.০**	**৮.০**	**৮.০**	**৮.৪**	**৮.২**
আয় ও মুনাফার ওপর কর	১.৪	১.৫	১.৮	২.১	২.২
আমদানি শুল্ক	২.০	১.৮	১.৬	১.৬	১.৪
ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক	৪.৩	৪.৩	৪.১	৪.৫	৪.৫
অন্যান্য	০.১	০.১	০.১	০.১	০.১
নন-এনবিআর কর রাজস্ব	**০.৪**	**০.৪**	**০.৪**	**০.৪**	**০.৪**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ

৩.১১ অর্থবছর ২০০৪-০৫ হতে ২০০৮-০৯ সময়ে কর-রাজস্ব কাঠামোতে লক্ষণীয় পরিবর্তন হয় (সারণি ৩.৪)। এ সময়ে প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর গড়ে জিডিপি'র যথাক্রমে ২.৫ শতাংশ এবং ৬.৯ শতাংশ ছিল । ২০০৪-০৫ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ কর ছিল জিডিপি'র ২.১ শতাংশ যা ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ২.৮ শতাংশে উন্নীত হয়। অন্যদিকে পরোক্ষ কর ২০০৪-০৫ অর্থবছরে জিডিপি'র ৭.১ শতাংশ থাকলেও ২০০৮-০৯ অর্থবছরে তা হ্রাস পেয়ে ৬.৫ শতাংশে দাঁড়ায়। সাম্প্রতিক বছরসমূহে প্রত্যক্ষ কর মোট কর রাজস্বের অংশ হিসেবে উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে ২০০৪-০৫ -এর ২৩.০ শতাংশ হতে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ২৮.৪ শতাংশে উন্নীত হয়। এ সত্ত্বেও ২০০৮-০৯ অর্থবছরে মোট কর-রাজস্বের ৭১.৬ শতাংশ আসে পরোক্ষ কর থেকে। মাথাপিছু কম আয়ের দেশে পরোক্ষ করের ওপর এ ধরনের নির্ভরশীলতা অনেকটা স্বাভাবিক। তবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে প্রগতিশীল কর কাঠামো অনুসরণ করা প্রয়োজন হয়। এ জন্যে পরোক্ষ করের তুলনায় ক্রমাগতভাবে প্রত্যক্ষ করের আওতা বাড়ানোর প্রতি অধিক হারে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন।

৩.১২ সারণি ৩.৪ হতে দেখা যায় যে, পরোক্ষ করের ওপর আমাদের অধিক নির্ভরশীলতা রয়েছে, যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। বিগত পাঁচ বছরের পরিসংখ্যান দৃষ্টে পরোক্ষ করের ওপর অধিক নির্ভরশীলতা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। পরোক্ষ কর মোট কর-রাজস্বের অংশ হিসেবে ২০০৪-০৫ -এর ৭৭ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ৭১.৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এ করের প্রধান উৎস হচ্ছে মূল্য সংযোজন কর (মূসক)। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে মোট কর-রাজস্বে মূসকে'র অবদান ছিল প্রায় ৩৮.০ শতাংশ। সারণি ৩.৪ হতে আরো দেখা যায় যে, আমদানি শুল্কের ওপর নির্ভরশীলতা ক্রমান্বয়ে কমেছে। এ খাতের অবদান ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ছিল ২৪.৮ শতাংশ, যা ২০০৮-০৯ অর্থবছরে কমে হয় ১৬.০ শতাংশ। একই সময়ে আমদানি পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক ৬.৪ শতাংশ থেকে কমে হয় ৪.৪ শতাংশ। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাণিজ্য উদারিকরণের সাথে সাথে আমদানি ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ আরোপ হতে বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে সরে আসছে এবং আমদানি বাণিজ্যের ওপর শুল্ক/কর নির্ভরশীলতা ক্রমে কমে আসছে (on the decline)।

৩.১৩ মোট কর-রাজস্বের অংশ হিসেবে প্রত্যক্ষ কর ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ২৮.৪ শতাংশে উন্নীত হয়, যা ২০০৪-০৫ এ ছিল ২৩.০ শতাংশ। প্রত্যক্ষ করের প্রধান প্রধান উৎস হচ্ছে ব্যক্তি আয়কর এবং কর্পোরেট আয় ও মুনাফা হতে

কর। বিশ্লেষণে দেখা যায়, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ব্যক্তি আয়কর খাতে প্রবৃদ্ধির হার কোম্পানি আয়কর হতে বেশি, যা ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ৮.৪ শতাংশ হতে বেড়ে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ১১.৬ শতাংশে উন্নীত হয়। আমদানি পর্যায় হতে রাজস্ব ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এবং সরকারি বিনিয়োগের জন্য বর্ধিত হারে অর্থের যোগান অব্যাহতভাবে বাড়াতে প্রত্যক্ষ উৎস হতে কর আহরণ ধাপে ধাপে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

সারণি: ৩.৪: মোট কর-রাজস্বের কাঠামো

কর-রাজস্ব খাত	২০০৪-০৫ প্রকৃত	২০০৫-০৬ প্রকৃত	২০০৬-০৭ প্রকৃত	২০০৭-০৮ প্রকৃত	২০০৮-০৯ প্রকৃত
	বিলিয়ন টাকায়				
মোট কর-রাজস্ব	৩০৪.৮	৩৩৯.৬	৩৮০.৩	৪৮১.৩	৫২৮.৭
প্রত্যক্ষ কর	৭০.০	৮৪.৯	১০৪.৮	১৩৯.৮	১৫০.৩
ব্যক্তি আয়কর*	২৫.৭	২৬.৪	৩০.৭	৪৮.০	৬১.৫
মুনাফা আয়কর*	৩০.১	৪৫.২	৫৬.৫	৬৯.৪	৭৭.১
অন্যান্য	১৪.২	১৩.৩	১৭.৬	২২.৪	১১.৮
পরোক্ষ কর	২৩৪.৮	২৫৪.৭	২৭৫.৫	৩৪১.৫	৩৭৮.৩
আমদানি শুল্ক	৭৫.৬	৭১.৩	৭৪.৬	৮৬.৭	৮৪.৪
আবগারী শুল্ক	১.৪	১.০	১.৮	২.১	২.৮
ভ্যাট-আমদানি পর্যায়	৫৩.৭	৫৬.৫	৬১.৯	৮৩.০	৯১.৯
ভ্যাট-স্থানীয় পর্যায়	৪২.১	৬১.১	৭৩.৫	৮৯.৯	১০৯.৪
সম্পূরক শুল্ক:	৫৭.৬	৫৯.১	৫৭.৯	৭৩.৭	৮৫.১
আমদানি পর্যায়	১৯.৫	১৪.০	১০.৭	১৫.৬	২৩.৪
স্থানীয় পর্যায়	৩৮.০	৪৫.১	৪৭.২	৫৮.১	৬১.৭
অন্যান্য কর	৪.৪	৫.৮	৫.৯	৬.১	৫.২
	মোট কর-রাজস্বের শতকরা হারে				
মোট কর-রাজস্ব	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
প্রত্যক্ষ কর	**২৩.০**	**২৫.০**	**২৭.৫**	**২৯.১**	**২৮.৪**
ব্যক্তি আয়কর	৮.৪	৭.৮	৮.১	১০	১১.৬
মুনাফা আয়কর	৯.৯	১৩.৩	১৪.৯	১৪.৪	১৪.৬
অন্যান্য	৪.৭	৩.৯	৪.৬	৪.৭	২.২
পরোক্ষ কর	**৭৭**	**৭৫**	**৭২.৫**	**৭০.৯**	**৭১.৬**
আমদানি শুল্ক	২৪.৮	২১.০	১৯.৬	১৮.০	১৬.০
আবগারী শুল্ক	০.৫	০.৩	০.৫	০.৪	০.৫
ভ্যাট-আমদানি পর্যায়	১৭.৬	১৬.৬	১৬.৩	১৭.২	১৭.৪
ভ্যাট-স্থানীয় পর্যায়	১৩.৮	১৮	১৯.৩	১৮.৭	২০.৭
সম্পূরক শুল্ক:	১৮.৯	১৭.৪	১৫.২	১৫.৩	১৬.১
আমদানি পর্যায়	৬.৪	৪.১	২.৮	৩.২	৪.৪
স্থানীয় পর্যায়	১২.৫	১৩.৩	১২.৪	১২.১	১১.৭
অন্যান্য কর	১.৫	১.৭	১.৬	১.৩	০.৯

উৎসঃ অর্থ বিভাগ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড   * ডাটা উৎস ভিন্ন হওয়ায় সংখ্যার কিছুটা তারতম্য রয়েছে

আয় ও মুনাফার ওপর কর

৩.১৪ আয় ও মুনাফা হতে কর বাবদ রাজস্ব আয় ২০০৪-০৫ অর্থবছর হতে ২০০৮-০৯ অর্থবছর সময়ে বার্ষিক গড়ে ২৫.৬ শতাংশ হারে বেড়েছে। ২০০৪-০৫ হতে ২০০৭-০৮ অর্থবছর মেয়াদে ব্যক্তি আয়করের তুলনায় কোম্পানি আয়কর অধিকহারে বেড়েছে। কিন্তু পরবর্তী দু' বছরে এটা একটা বিপরীতমুখী অবস্থান নেয়। অর্থ্যাৎ এ সময়ে ব্যক্তি আয়কর কোম্পানি আয়করের তুলনায় বেশি হারে বেড়েছে। এ সত্ত্বেও মোট কর-রাজস্বের অংশ হিসেবে ব্যক্তি আয়কর ২০০৪-০৫ অর্থবছরের ৪৬ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ৪৪ শতাংশে দাঁড়ায় (লেখচিত্র: ৩.২)। অন্যদিকে মোট প্রত্যক্ষ করের অংশ হিসেবে ব্যক্তি আয়কর একই মেয়াদে ৩৬.৭ শতাংশ হতে বেড়ে ৪০.৯ শতাংশে

উন্নীত হয়। একই সময়ে প্রত্যক্ষ কর বার্ষিক গড়ে ২১.১ শতাংশ, ব্যক্তি আয়কর ২৪.৪ এবং কোম্পানি আয়কর ২৬.৫ শতাংশ হারে বেড়েছে।

লেখচিত্র ৩.২: প্রত্যক্ষ কর কাঠামো

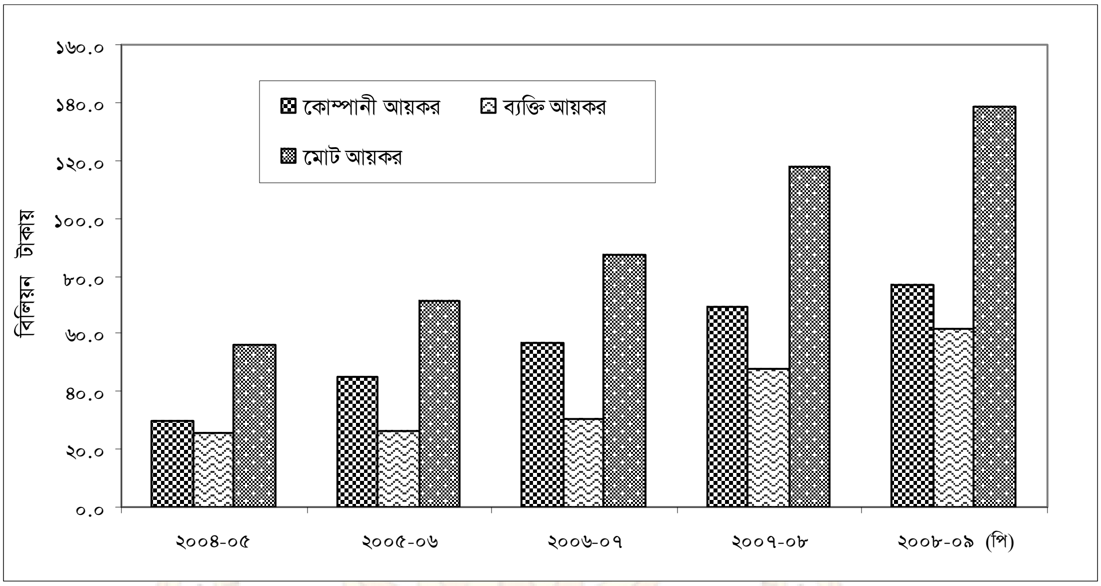

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

৩.১৫ মোট রাজস্বে প্রত্যক্ষ করের হিস্যা বাড়ানোর লক্ষ্যে কর প্রদানক্ষম প্রায় ৪.২৫ লক্ষ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে আয়করের আওতায় আনার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জন ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত ইতোমধ্যে বেশ কয়টি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে রিটার্ণ ফরম সহজতর করা, কর প্রশাসনকে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়করণ, আইন ও প্রশাসনগত সংস্কার কার্যক্রম সময়মত বাস্তবায়ন, কর প্রশাসনকে আরো শক্তিশালীকরণ, উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত করের আওতা বাড়ানো, জনসচেতনা বাড়াতে ব্যাপক উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি ইত্যাদি।

আমদানি শুল্ক

৩.১৬ মোট কর-রাজস্বের অংশ হিসেবে আমদানি শুল্ক ২০০৪-০৫ অর্থবছরের ২৪.৮ শতাংশ হতে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ১৬.০ শতাংশে নেমে এসেছে। একই সময়ে উক্ত শুল্ক জিডিপি'র প্রায় ২.০ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ১.৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে আমদানি শুল্ক পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় প্রায় ১৬.০ শতাংশ বাড়লেও ২০০৮-০৯ অর্থবছরে এ ক্ষেত্রে ৪.০ শতাংশ ঋনাত্মক প্রবৃদ্ধি হয়েছে। বৈশ্বিক মন্দার প্রভাবে আমদানির পরিমাণ ও ব্যয় কমে যাওয়া এর অন্যতম কারণ। তাছাড়া, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থার (WTO) সাথে সম্পাদিত চুক্তির প্রেক্ষাপটে আমদানি শুল্কের ওপর নির্ভরশীলতা ক্রমান্বয়ে কমাতে হবে। এর ফলশ্রুতিতে এ উৎস হতে আহরিত শুল্ক ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। এরই ধারাবাতিকতায় শিল্পের মৌলিক কাঁচামালের আমদানি শুল্ক চলতি অর্থবছরে ২.০ শতাংশ কমিয়ে ৫.০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। দেশীয় অর্থনীতি বৈশ্বিক বাণিজ্য উদারিকরণ এবং আমদানি শুল্ক ও অন্যান্য বাণিজ্য বিচ্যুতি সৃষ্টিকারি রীতি হ্রাসের প্রেক্ষিতে (reduction in trade distorting practices) উল্লেখযোগ্যভাবে সুফল পেতে পারে। তবে আমদানি শুল্ক হ্রাসের কারণে রাজস্ব ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য রাজস্ব আয়ের বিকল্প উৎস তৈরী করাও অত্যন্ত জরুরী।

মূল্য সংযোজন কর

৩.১৭ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মোট কর-রাজস্বের অংশ হিসেবে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) আদায়ের হার ৩১ শতাংশ হতে ৩৮ শতাংশের মধ্যে উঠা-নামা করে। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে এটি জিডিপি'র ২.৯ শতাংশ ছিল যা ২০০৮-

০৯ অর্থবছরে কিছুটা বেড়ে ৩.৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমদানি পর্যায় হতে আহরিত মূসক, যে হারে বেড়েছে স্থানীয় বা অভ্যন্তরীণ উৎস হতে আহরিত মূসক সে তুলনায় অধিক হারে বেড়েছে (সারণি ৩.৫)। দেখা যায় বিগত পাঁচ বছর যাবত মূল্য সংযোজন কর খাতে আহরিত রাজস্বের গড়ে ৪৮.৭ শতাংশ আসে আমদানি পর্যায় হতে, আর অবশিষ্ট ৫১.৩ শতাংশ আসে স্থানীয় পর্যায় হতে।

৩.১৮ ২০০৪-০৫ অর্থবছরে আহরিত মোট রাজস্বের ২৫.২ শতাংশ ছিল মূল্য সংযোজন কর, যা ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ৩১.৫ শতাংশে উন্নীত হয় (সারণি৩.৫)। একই মেয়াদে মোট কর-রাজস্বের তুলনায় মূসক ৩১.৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ৩৮.১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। উঠানামা সত্ত্বেও এ সময়ে ভ্যাট বাবদ রাজস্ব আয় প্রতিবছর গড়ে প্রায় ২০.৪ শতাংশ হারে বেড়েছে। একই মেয়াদে আমদানি পর্যায় ও স্থানীয় উৎস হতে ভ্যাট -এর কাঠামোতে (mix) গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে, যা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থার (WTO) সাথে সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রত্যাশিত ছিল।

সারণি ৩.৫: মূল্য সংযোজন কর কাঠামো ও গতিধারা (বিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯
	প্রকৃত	প্রকৃত	প্রকৃত	প্রকৃত	প্রকৃত
মোট রাজস্ব	৩৮০.২	৪২৯.০	৪৮৩.৪	৫৯১.৫৩	৬৪১.০
কর- রাজস্ব	৩০৪.৮	৩৩৯.৬	৩৮০.৩	৪৮১.২৯	৫২৮.৭
ভ্যাট: আমদানি	৫৩.৭	৫৬.৫৪	৬১.৮৬	৮২.৯৯	৯১.৯
ভ্যাট: স্থানীয়	৪২.১১	৬১.১২	৭৩.৪৬	৮৯.৮৭	১০৯.৪
মোট ভ্যাট	**৯৫.৮১**	**১১৭.৬৬**	**১৩৫.৩২**	**১৭২.৮৬**	**২০১.৩**
মোট রাজস্বের শতকরা হার	২৫.২	২৭.৪	২৮.০	২৯.২	৩১.৫
কর- রাজস্বের শতকরা হার	৩১.৪	৩৪.৬	৩৫.৬	৩৫.৯	৩৮.১
প্রবৃদ্ধি: ভ্যাট (আমদানি পর্যায়)	-	৫.৩	৯.৪	৩৪.২	১০.৭
প্রবৃদ্ধি: ভ্যাট (স্থানীয় পর্যায়)	-	৪৫.১	২০.২	২২.৩	২১.৮
প্রবৃদ্ধি: মোট ভ্যাট	-	২২.৮	১৫.০	২৭.৭	১৬.৫
ভ্যাট: আমদানি (% মোট ভ্যাট)	**৫৬.০**	৪৮.১	৪৫.৭	৪৮.০	**৪৫.৬**
ভ্যাট: স্থানীয় (% মোট ভ্যাট)	**৪৪.০**	৫১.৯	৫৪.৩	৫২.০	**৫৪.৪**

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

৩.১৯ সাম্প্রতিক বৈশ্বিক মন্দার প্রভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে ভোগ্যপণ্যের মূল্যে ব্যাপক দরপতন হয়েছিল। এর ফলে আমদানি পর্যায় হতে ভ্যাট আহরণ উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বৈশ্বিক মন্দার প্রভাব পুরোপুরি কেটে গেলে ধীরে ধীরে এ পরিস্থিতির উত্তরণ হবে বলে আশা করা যায়। তবে এ উৎস হতে আরো অধিক রাজস্ব আহরণের পথ তৈরী করতে হবে। চলমান সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন হলে ভ্যাট বাবদ রাজস্ব আহরণ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেতে পারে।

সম্পূরক শুল্ক

৩.২০ মোট কর-রাজস্বের মধ্যে সম্পূরক শুল্কের অবদান গড়ে প্রায় ১৭.০ শতাংশ (সারণি ৩.৪)। যদিও জিডিপি'র শতকরা হিসেবে সম্পূরক শুল্ক ২০০৪-০৫ এর ১.৬ শতাংশ হতে কিছুটা কমে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ১.৪ শতাংশ হয়েছে তথাপি মোট কর রাজস্বের মধ্যে ভ্যাটের পরই সম্পূরক শুল্কের অবস্থান। এখনো সম্পূরক শুল্কের প্রধানতম ২টি উৎস হলো জ্বালানি ও তামাক । ২০০৯-১০ অর্থবছরে সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়েছে এমন মোট পণ্যের সংখ্যা ১,১১০টি, যার মধ্যে ৮৮০টি হলো স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্য। এর মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো (বক্স ৩.১)।

বক্স ৩.১: সম্পূরক শুল্ক

দীর্ঘদিন ধরে সম্পূরক শুল্ক এনবিআর রাজস্বের একটি প্রধানতম উৎস, যা মোট রাজস্বের গড়ে প্রায় ১৭ শতাংশ। ১৯৯২ সালে একরূপ (uniform) কর পদ্ধতি হিসেবে ভ্যাট-এর প্রচলন করে। এ সত্ত্বেও অতীত পরিসংখ্যান অনুযায়ী সম্পূরক শুল্কের ওপর সরকার অনেকখানি নির্ভর করে। সাধারণভাবে সম্পূরক শুল্ক আরোপের যৌক্তিকতা হলোঃ

- দেশীয় শিল্প পণ্যকে সুরক্ষা প্রদান
- কয়েকটি পণ্যের (বিশেষ করে বিলাস দ্রব্য সামগ্রীর) আমদানি এবং ভোগকে নিরুৎসাহিত করা
- অন্যান্য উৎস হতে সংগৃহীত রাজস্ব যথেষ্ট/পর্যাপ্ত না হওয়া

বর্তমানে প্রায় ১,১১০ টি পণ্য ও সেবার ওপর সম্পূরক শুল্ক ধার্য রয়েছে। এর মধ্যে আদায়ের ভিত্তিতে ১০টি প্রধান পণ্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

পণ্যের নাম	আদায় ('০৯ অর্থবছর) কোটি টাকায়
মোটর কার (>১০০০ - <১৫০০সিসি)	৩২১.১৮
মোটর কার (>১৫০০ - <২৩৫০সিসি)	১৪৭.৩৭
মোটর কার (>২৩৫০ - <৩০০০সিসি)	১৪৫.৫৩
কমবাইন্ড রেফ্রিজারেটর	৯৮.১০
মোটর সাইকেল (>৫০ - <২৫০সিসি) (সিবিইউ)	৮৭.৬৭
মোটর সাইকেল (>৫০ - <২৫০সিসি) (সিকেডি)	৮৩.৫১
আপেল, ইত্যাদি	৫১.৪৩
মাইক্রো বাস (=<১৮০০সিসি)	৫০.৩৪
তিন চাকার যানবাহন (৪ স্টেথাক সিএনজি)	৪৮.০৭
বেটেল নাটস	৩৩.৫৩
সিম কার্ড	৩৩.৩৭

- পাঁচ স্তর বিশিষ্ট সম্পূরক শুল্ক কাঠামো ২০০৮-০৯ অর্থবছরেও অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। তবে ২০০৯-১০ অর্থবছরে আরোপযোগ্য শুল্ক স্তর ৮ -এ উন্নীত করা হয়েছে

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

কর বহির্ভূত রাজস্ব (এনটিআর)

৩.২১ মোট রাজস্বের গড়ে প্রায় ১৯.৬ শতাংশ আসে কর বহির্ভূত রাজস্ব হতে (সারণি ৩.৬)। অর্থবছর ২০০৪-০৫ হতে ২০০৬-০৭ এ কর বহির্ভূত রাজস্ব উর্ধ্বমুখী গতিধারা বজায় রেখে ২০০৬-০৭ অর্থবছরে মোট রাজস্বের ২১.৭ শতাংশে উন্নীত হয়। তবে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে কর বহির্ভূত রাজস্ব ১৭.৫ শতাংশে নেমে আসে। জিডিপি'র অংশ হিসেবে কর বহির্ভূত রাজস্ব ২০০৬-০৭ অর্থবছরের ২.২ শতাংশ হতে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ১.৮ শতাংশে নেমে এসেছে। মূলতঃ বৈশ্বিক মন্দার প্রভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক -এর নিকট থেকে প্রাপ্য সরকারের লভ্যাংশ কমে যাওয়ার কারণে কর বহির্ভূত রাজস্ব হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া ২০০৮-০৯ অর্থবছরে প্রতিরক্ষা সেবা বাবদ প্রাপ্তি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় প্রায় ৫০ শতাংশ হ্রাস পায় যেটাকে এনটিআর বাবদ রাজস্ব প্রাপ্তি কমে যাবার আরেকটি মূল কারণ বলে মনে করা হয়। কর বহির্ভূত রাজস্বের প্রধান প্রধান উৎসের মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান (SoEs) হতে প্রাপ্ত মুনাফা ও লভ্যাংশ, প্রশাসনিক ফি, প্রতিরক্ষা ও বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন (BTRC) হতে প্রাপ্তি ইত্যাদি (সারণি ৩.৬)।

৩.২২ অর্থবছর ২০০৪-০৫ হতে ২০০৬-০৭ সময়ে কর বহির্ভূত রাজস্ব মোট রাজস্বের ১৯.৮ শতাংশ হতে ২১.৭ শতাংশের মধ্যে উঠানামা করে এবং মোট রাজস্বের অংশ হিসেবে এর প্রবৃদ্ধিও ছিল সন্তোষজনক। কিন্তু গত অর্থবছরে কর বহির্ভূত রাজস্ব আহরণ প্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি। মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে কর বহির্ভূত রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল মোট রাজস্বের ১৯.৭ শতাংশ। এ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে উক্ত অর্থবছরে প্রকৃত আদায় হয়েছে ১১২.৩ বিলিয়ন টাকা, যা মোট রাজস্বের ১৭.৫ শতাংশ। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে এক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় দুই শতাংশ, যা ২০০৭-০৮ অর্থবছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম (প্রায় ৫.০ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট)। প্রতিরক্ষা খাতে প্রাপ্তি ২০০৮-০৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য হারে (প্রায় ৫০.০ শতাংশ) হ্রাস

পেয়েছে। এছাড়া রয়েছে, পূর্ববর্তী বছরসমূহের তুলনায় ২০০৮-০৯ অর্থবছরে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে কম সংখ্যক সৈন্যদল প্রেরণ, ৭৫০ জনের একটি কন্টিনজেন্ট দেশে প্রত্যাবর্তন করলেও তাদের কোনরূপ প্রতিস্থাপন না হওয়া, ইত্যাদি।

সারণি ৩.৬: কর বহির্ভূত রাজস্বের কাঠামো ও আদায় (বিলিয়ন টাকায়)

খাত	২০০৪-০৫ প্রকৃত	২০০৫-০৬ প্রকৃত	২০০৬-০৭ প্রকৃত	২০০৭-০৮ প্রকৃত	২০০৮-০৯ প্রকৃত
মুনাফা ও লভ্যাংশ	১০.২১	১০.৭৮	১৬.৯৮	২১.১২	৩০.৯৩
সুদ	৫.১৪	৪.৫৬	৩.৮৩	৪.২২	৪.৭৩
প্রশাসনিক ফি	৯.১৪	৯.০৬	১১.৮৯	১৬.৬৪	১৬.৬৮
প্রতিরক্ষা বাবদ প্রাপ্তি	১৩.৬১	১৬.১৭	১৭.৪২	১৩.৫১	৬.৭৬
রেলওয়ে	৪.৪৪	৩.৭৪	৪.৫৮	৩.৬৯	৪.৮৬
ডাক	১.৪৮	০.৪৫	১.২৬	০.৭৩	১.৭২
টি এন্ডটি বোর্ড/বিটিসিএল	১৩.৯৪	১৫.৮	১৬.১	১৪.৮	০
অন্যান্য	১৭.৪৫	২৫.৩৪	৩৩.০৪	৩৫.৫৩	*৪৬.৫৭
মোট কর বহির্ভূত রাজস্ব	**৭৫.৪১**	**৮৫.৯**	**১০৫.১**	**১১০.২৪**	**১১২.২৫**
মোট রাজস্বের % হিসেবে	**১৯.৮**	**২০.০**	**২১.৭**	**১৮.৬**	**১৭.৫**

সূত্রঃ iBAS, FSMU, অর্থ বিভাগ, * includes receipts from BTRC

২০০৯-১০ অর্থবছরের (মার্চ ২০১০ পর্যন্ত) রাজস্ব আদায়

৩.২৩ চলতি অর্থবছরের (২০০৯-১০) প্রথম ছয় মাসের প্রবৃদ্ধিতে তেজিভাব বিরাজমান ছিল। এ বিবেচনায় মোট রাজস্বের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৭৯৪.৮ বিলিয়ন টাকা, যা বাজেটের চেয়ে প্রায় ০.২২ বিলিয়ন টাকা বেশি। এ লক্ষ্যমাত্রা গত অর্থবছরের প্রকৃত আহরণের চেয়ে ২৪.০ শতাংশ এবং সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৪.৯ শতাংশ বেশি। মার্চ, ২০১০ পর্যন্ত মোট রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ হলো ৫৩৫.৩৪ বিলিয়ন টাকা, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৬.৯ শতাংশ বেশি। একই সাথে তা বর্তমান অর্থবছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার ৬৭.৪ শতাংশ।

৩.২৪ এনবিআর কর-রাজস্বের (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড) সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ৬১০.০ বিলিয়ন টাকায় অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে যা পূর্ববর্তী বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ১৫.০৯ শতাংশ বেশি। মার্চ, ২০১০ পর্যন্ত এনবিআর কর-রাজস্ব আদায় হয়েছে ৪১৬.৪৮ বিলিয়ন টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৬৮.৩ শতাংশ। মার্চ ২০১০ পর্যন্ত এনবিআর কর-রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৮.৩ শতাংশ। ২০০৮-০৯ অর্থবছরের একই সময়ে এ আদায়ের পরিমাণ ছিল ৩৫২.০৩ বিলিয়ন টাকা, যা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার (৫৩০.০ বিলিয়ন টাকা) ৬৬.৪ শতাংশ ছিল।

৩.২৫ বৈশ্বিক মন্দার বিলম্ব প্রভাবে ২০০৯-১০ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে আমদানি ব্যয়ে প্রবৃদ্ধির ঋণাত্মক ধারা বজায় ছিল। আমদানি প্রবৃদ্ধির এ ঋণাত্মক ধারা দৃষ্টে একটা সাধারণ আশংকা তৈরী হয়েছিল যে, এ খাত হতে আহরিতব্য রাজস্বের পরিমাণ প্রক্ষেপণ অপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কম হতে পারে। যদি রাজস্ব আদায়ের বর্তমান গতি বজায় থাকে এবং রাজস্ব প্রশাসনের দুর্বলতাসমূহ কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়, তবে আশা করা যায় এনবিআর কর-রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে। ইতোমধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং অর্থ বিভাগ রাজস্ব আদায় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করেছে। এর ফলে রাজস্ব নীতি সম্পর্কীয় যথোপযুক্ত পদক্ষেপ সময়মত গ্রহণ করা যাবে, যা রাজস্ব আহরণের গতিধারাকে লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখতে সহায়ক হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উচ্চ পর্যায়ের সভার মাধ্যমে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অংশ হিসেবে রাজস্ব খাতের অগ্রগতিও (**Performance**) পর্যালোচনা করা হয়। আশা করা যায় এর ফলে সার্বিক রাজস্ব আহরণ প্রচেষ্টায় আরো গতি সঞ্চারিত হবে।

৩.২৬ চলতি অর্থবছরের এনবিআর বহির্ভূত কর-রাজস্বের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ২৯.৫৬ বিলিয়ন টাকা যা ২০০৮-০৯ অর্থবছরের বাজেটের চেয়ে ১৩.৮ শতাংশ বেশি। অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে এ খাতের আদায় মোটামুটি সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়েছে। মার্চ, ২০১০ পর্যন্ত এ খাতে আদায়ের পরিমাণ ১৮.৯৮ বিলিয়ন টাকা, যা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৬৪.২ শতাংশ। গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি ৪.২ শতাংশ।

৩.২৭ চলতি অর্থবছরে কর বহির্ভূত রাজস্ব আহরণের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৫৫.৩ বিলিয়ন টাকা, যা ২০০৮-০৯ অর্থবছরের বাজেটের চেয়ে ১৩.৮ শতাংশ বেশি। অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে এ খাতের আদায়ে বেশ তেজিভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। মার্চ ২০১০ পর্যন্ত এ খাতে আদায়ের পরিমাণ ৯৯.৮৮ বিলিয়ন টাকা, যা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৬৪.৩ শতাংশ। মার্চ ২০১০ পর্যন্ত কর বহির্ভূত রাজস্ব আহরণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৪.০ শতাংশ বেশি। এ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে লভ্যাংশ ও মুনাফা, প্রশাসনিক ফি এবং অন্যান্য উৎস (যার মধ্যে বিটিআরসি'র কাছ থেকে প্রাপ্তিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) হতে আদায় যথেষ্ট ভালো অবস্থানে রয়েছে। যদি কর বহির্ভূত রাজস্ব আহরণের বর্তমান গতিধারা বজায় থাকে তবে আশা করা যায় যে, বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা আদায় করা সম্ভব হবে।

মধ্যমেয়াদে রাজস্ব আহরণ কৌশল

৩.২৮ বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে রাজস্ব আহরণের পরিমাণ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম, যা ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। সে কারণে সরকারের রাজস্ব ব্যবস্থাপনার মূল কৌশলগত উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজস্ব আহরণ প্রচেষ্টাকে আরো শক্তিশালী করা। অবকাঠামো খাতে সরকারের বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও গণ-সেবার মান উন্নয়নের জন্য যা অত্যন্ত জরুরী। রাজস্ব আহরণ বাড়ানোর লক্ষ্যে মধ্যমেয়াদে গৃহীতব্য প্রধান প্রধান কৌশলগত পদক্ষেপসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো (বক্স-৩.২)।

বক্স ৩.২: মধ্যমেয়াদে রাজস্ব আহরণ কৌশল- প্রধান প্রধান উপাদান/বৈশিষ্ট্য

দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল পত্র-II অনুযায়ী মধ্যমেয়াদে রাজস্ব আহরণ কৌশল এর প্রধান প্রধান উপাদান/বৈশিষ্ট্য:

- রাজস্ব আহরণ বাড়ানোর চলমান কার্যক্রম/পদক্ষেপ অব্যাহত রাখা
- আমদানি ও স্থানীয় পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতির তালিকা সংক্ষিপ্ত করা
- আয়কর ও ভ্যাটের আওতা সম্প্রসারণ করা
- আয়কর ও ভ্যাটের জন্য একক (unified) করদাতা চিহ্নিতকরণ নম্বর (TIN) চালু করা
- কর পদ্ধতিকে আরো আধুনিকীকরণ ও যৌক্তিকীকরণ
- কর নীতি প্রণয়ন ও কর প্রশাসনের প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব পৃথকীকরণ
- কর আদায় সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিকেন্দ্রীকরণ
- কর ফাঁকি প্রতিরোধে শূন্য সহিষ্ণুতার (Zero tolerance) নীতি অনুসরণ
- কর হিসাব পদ্ধতি এবং কর প্রদান ব্যবস্থাকে সহজ করা
- অনলাইনে রিটার্ণ দাখিল ও কর প্রদান সুবিধা চালু করা

৩.২৯ সাম্প্রতিক সময়ের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন ব্যবস্থায় সংস্কারমূলক পদক্ষেপসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটি সুগঠিত নীতি কৌশলের (comprehensive policy approach) ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। অতীতে রাজস্ব ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এডহক ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের প্রবণতা দেখা যেত, যা প্রায়শই ঘোষিত রাজস্ব সংক্রান্ত নীতি-কৌশলের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হতো। অধিক সংখ্যায় কর অব্যাহতি এবং প্রণোদনার ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য যা কর ব্যবস্থার সততা, দক্ষতা ও সমতা বিধানের বিষয়টিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। কর-নীতি প্রণয়ন ও বিশ্লেষণ সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীকে শক্তিশালী করা এবং কর প্রশাসনকে উক্ত কার্যক্রম থেকে পৃথকীকরণ প্রস্তাবনার পেছনে সম্ভবত এটাই অন্যতম অন্তর্নিহিত কারণ। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই এ দুটি কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আলাদা থেকে কাজ করছে।

কর-নীতি বিষয়ক পদক্ষেপ

৩.৩০ অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে অর্থবছর ২০১৪-১৫ মেয়াদে করনীতির মূল বৈশিষ্ট্য হবে করের ভিত্তি সম্প্রসারণ এবং কর ব্যবস্থাকে অধিকতর যৌক্তিকীকরণ। বিদ্যমান কর ব্যবস্থার মৌলিক কাঠামো যথেষ্ট ভাল হওয়া সত্ত্বেও ব্যাপক কর অব্যাহতি, প্রণোদনা (incentive) এবং অন্যান্য বিশেষ ধরনের উৎসাহমূলক বিধান কর ব্যবস্থাকে ফাঁকি-প্রবণ করে তোলে। এর ফলে কর কাঠামো জটিল হয়ে অর্থনৈতিক কার্যকলাপে লক্ষণীয় বিকৃতি (distortion) ঘটায়। ফলে কর ব্যবস্থার অন্যতম মৌল উপাদান সমতার নীতি (principle of equity) প্রশ্নবিদ্ধ হয়। এ প্রেক্ষাপটে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও এনবিআর কর ব্যবস্থায় বিদ্যমান 'অব্যাহতি' (exemption) এবং 'কর প্রণোদনা' (tax incentive) পর্যালোচনাপূর্বক করের ভিত্তি এবং কর ব্যবস্থায় সমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা হাতে নিয়েছে। অর্থবছর ২০০৮-০৯ এবং ২০০৯-১০ এর বাজেটে কর নীতি বিষয়ক কতিপয় পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. মৌলিক কাঁচামালের উপর আমদানি শুল্ক ৭ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশে হ্রাসকরণ

২. সম্পূর্ণ প্রস্তুতকৃত পণ্য ও বিলাস দ্রব্যের ওপর ৫ শতাংশ রেগুলেটরী ডিউটি আরোপ

৩. বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এনার্জি সেভিং বাল্ব -এর সকল প্রকার যন্ত্রাংশের ওপর থেকে আমদানি শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর প্রত্যাহার

৪. সোলার প্যানেল ও ফসফরিক এসিড ব্যবহাররের ওপর সম্পূর্ণভাবে শুল্ক কর অব্যাহতি প্রদান

৫. মূসক অব্যাহতি, সংকুচিত মূল্যভিত্তি ইত্যাদি মূসক ব্যবস্থায় বিচ্যুতি সৃষ্টি করে বিধায় এই ধরনের বিচ্যুতি পরিহারের লক্ষ্যে চলতি অর্থবছরে উল্লিখিত বিষয়ে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নিরুৎসাহিতকরণ

৬. আমদানিকৃত বাণিজ্যিক পণ্যের ক্ষেত্রে ভ্যাট ১.৫ শতাংশ থেকে ২.৫ শতাংশে বর্ধিতকরণ

৭. ভ্রমন ও ইনডেন্টিং এজেন্সির ওপর থেকে ভ্যাট অব্যাহতি প্রত্যাহার করে প্রতি ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট আরোপ

৮. ইভেন্ট ম্যানেজম্যান্ট এবং কনসালটেন্সি/আউটসোর্সিং সেবার ক্ষেত্রে ৪.৫ শতাংশ হারে ভ্যাট আরোপ

৯. ব্যক্তি আয়ের ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের ন্যূনতম সীমা ১.৬৫ লক্ষ টাকায় উন্নীতকরণ

১০. বয়োবৃদ্ধ নাগরিক, মহিলা এবং প্রতিবন্ধী করদাতাদের জন্য করমুক্ত আয়ের পৃথক সীমা (১.৮০ লক্ষ টাকা) নির্ধারণ

১১. প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর মুনাফার ওপর আরোপযোগ্য করের হার ৪০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩৭.৫ শতাংশ এবং পাবলিক লি. কোম্পানীর ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২৭.৫ শতাংশ এ নির্ধারণ

১২. তামাক ও সিগারেট, ফিনিশড ডায়মন্ডসহ বিভিন্ন পণ্যের সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধিকরণ

১৩. সর্বোচ্চ ট্যারিফ হার ২৫ শতাংশ রেখে চার স্তর বিশিষ্ট ট্যারিফ কাঠামো প্রবর্তন

৩.৩১ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) -এর শুল্ক সংক্রান্ত নীতি বাস্তবায়নের ফলে আমদানি পর্যায়ে আহরণযোগ্য রাজস্বের পরিমাণ পর্যায়ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে। এর কারণে রাজস্ব আহরণ বাড়াতে নতুন নতুন ক্ষেত্র ও উপায় খুঁজে বের করা জরুরী হয়ে পড়েছে। সে প্রেক্ষাপটে ২০০৯-১০ অর্থবছরে গৃহীত রাজস্ব নীতির মূল লক্ষ্য সকল প্রকার করের আওতা বাড়ানো, আদায় কার্যক্রম শক্তিশালী করণ, আদালতে অনিষ্পন্ন মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি। কর সংক্রান্ত সকল পেন্ডিং মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে **বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির** (Alternative Dispute Resolution-ADR) ব্যবস্থা প্রবর্তনসহ উচ্চতর আদালতে একটি **নিবেদিত বেঞ্চ** (Dedicated Bench) স্থাপনের বিষয় সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে।

৩.৩২ মধ্যমেয়াদে করনীতি বিষয়ক পদক্ষেপসমূহের অন্যতম হচ্ছে বিদ্যমান কর কাঠামোকে বিশদভাবে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা। আমদানি শুল্কের ওপর অতি নির্ভরশীলতা কমানো এবং এডহকভিত্তিক সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রবণতা কমিয়ে আনার সম্ভাব্যতা রাজস্ব কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখছে। এর ফলে অভ্যন্তরীণ বাজার ব্যবস্থায় বিকৃতি এবং কর কাঠামো কেন্দ্রিক অনিশ্চয়তা অনেকাংশে হ্রাস পাবে আশা করা যায়। উল্লিখিত

কার্যক্রমসমূহের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কর সম্পর্কিত দৃশ্যমান সকল প্রকার অসামঞ্জস্যতা বা অনিয়ম দূর করে কর কাঠামোকে সরলতর এবং দক্ষতর (simplfy and streamline) করা। এক্ষেত্রে একটি মৌলিক উদ্যোগ হতে পারে কর নীতি প্রণয়নকে কর প্রশাসন কর্তৃপক্ষ থেকে আলাদাকরণ।

৩.৩৩ দেশে বর্তমানে নিবন্ধনকৃত ভ্যাটদাতার সংখ্যা প্রায় ০.৬৫ মিলিয়ন। এর মধ্যে মাত্র ০.১ মিলিয়ন রিটার্ণ দাখিল করে। এ সমস্যা দূরীকরণার্থে বিদ্যমান ভ্যাট আইনে সংস্কার এনে নিবন্ধিত সকল ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে রিটার্ণ দাখিল বাধ্যতামূলক করার বিষয়ে বিবেচনা করা হচ্ছে। প্রস্তাবিত এ নতুন আইনে বিভিন্ন পণ্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মূসক হারের পরিবর্তে সকল ধরনের পণ্য ও সেবার জন্য একই হারে ভ্যাট (uniform rate of VAT) প্রযোজ্য করার বিধান অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তাদের দাখিলকৃত রিটার্ণ নিরীক্ষা করার বিদ্যমান নিয়ম পরিবর্তন করে ৪০ শতাংশ রিটার্ণ নিরীক্ষা করার বিধান প্রস্তাবিত সংস্করণে সন্নিবেশ করার বিষয়ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হচ্ছে।

৩.৩৪ ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণ বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড একটি টাস্কফোর্স গঠন করেছে। এ টাস্কফোর্স বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার সেবা লাভকারীদের (Stakeholders) সাথে আলোচনা করে ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণ সংক্রান্ত সুপারিশমালা চূড়ান্ত করবে। এক্ষেত্রে ২০১০-১১ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে রাজস্ব নীতি বিষয়ে বড় রকমের সংস্কার প্রস্তাব দেখা যেতে পারে।

কর প্রশাসন ব্যবস্থায় সংস্কার

৩.৩৫ কর প্রশাসনে চলমান সংস্কারের উদ্দেশ্য হলো: (১) কর আদায়ে দক্ষতা বাড়ানো (২) কর দাতাদের জন্য উন্নত সেবা ও তথ্য প্রদান নিশ্চিত করা (৩) কর ফাঁকির সুযোগ দূর করা। কর প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ২০০৯-১০ অর্থবছরে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো ০১ জুলাই, ২০০৯ হতে সকল ধরনের বড় ও মাঝারী করদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহে ইলেক্ট্রনিক ক্যাশ রেজিষ্ট্রারের (ECR) ব্যবহার বাধ্যতামূলককরণ। কর প্রশাসনে সম্ভাব্য সংস্কার বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি ‘কোর কমিটি’ (Core Committee) গঠন করা হয়েছে। এ কমিটি টাস্কফোর্সের পাশাপাশি ভ্যাট ব্যবস্থাকে করদাতা-বান্ধব করার বিষয়ে কাজ করছে।

৩.৩৬ করদাতাগণকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন এবং তাদের হয়রানী দূর করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক Citizen’s Charter প্রণয়ন করে তা কর অফিসসমূহে প্রদর্শন করা হয়েছে। এছাড়া, সংশ্লিষ্ট সকল আইন, বিধিমালা এবং এসআরও (Statutory Regulatory Order) -এর কপি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটে (www.nbr-bd.org) প্রদর্শন করা হচ্ছে। করদাতা নির্বিশেষে সকলকে আরো সচেতন করার লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান ও প্রামাণ্য ভিডিও চিত্র প্রচার করছে। কর ফাঁকি রোধের লক্ষ্যে পরিবীক্ষণ এবং নিরীক্ষা কার্যক্রমকে আরো জোরদার করা হচ্ছে। অনলাইনে রিটার্ণ প্রদানসহ করদাতা নিবন্ধন সুবিধা চালু করার লক্ষ্যে তথ্য-প্রযুক্তি (ICT) অবকাঠামো বিনির্মাণ এগিয়ে চলছে। শুল্ক ও ভ্যাট বিভাগকে সম্পূর্ণ অটোমেশনের আওতায় আনার কাজ পুরোদমে চলছে।

৩.৩৭ চট্টগ্রাম ও ঢাকা কাস্টমস হাউসের পূর্ণাঙ্গ অটোমেশন করার কাজ সমাপ্ত হয়েছে। আন্ত:সীমান্ত বাণিজ্য সহজীকরণের লক্ষ্যে ভবিষ্যতে এ ব্যবস্থা দেশের অন্যান্য কাস্টমস হাউস এবং স্টেশনে সম্প্রসারণ করা হবে। চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউসে কন্টেইনার স্ক্যানার ব্যবস্থা ইতোমধ্যে সুচিত হয়েছে, যা কাস্টমস ক্লিয়ারিং কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করবে। প্রি-শিপমেন্ট পরিদর্শন (পিএসআই) এজেন্সীসমূহ হতে সার্ভিস নেয়ার ক্ষেত্রে ব্যয় সংকোচন এবং আধুনিক কায়িক পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করার লক্ষ্যে বর্তমান পিএসআই ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আমদানিকৃত পণ্যের পিএসআই পরিবীক্ষণের জন্য বিশ্বের ১০টি গুরুত্বপূর্ণ দেশে বাংলাদেশ মিশনে শুল্ক অফিস চালুকরণ সম্পর্কিত প্রস্তাব পরীক্ষাধীন রয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন কাস্টমস হাউসকে ASYCUDA++ শুল্কায়ন পদ্ধতির আওতায় আনার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হবে। মধ্যমেয়াদে গৃহীতব্য কর প্রশাসনের সংস্কার কৌশলের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ বক্স ৩.৩ এ উল্লেখ করা হল।

বক্স ৩.৩: কর প্রশাসনের সংস্কার কৌশল- প্রধান বৈশিষ্ট্য/উপাদান

কর প্রশাসনকে শক্তিশালী করা এবং করদাতাদের উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১১-১৫ অর্থবছর মেয়াদে গৃহীতব্য পদক্ষেপসমূহ হতে পারে:

- কর আদায় কার্যক্রম এবং কর-পরিধি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের প্রভাব পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাকে উন্নত/জোরদার করা
- কর কর্মকর্তাদের থেকে কর আদায়কে পৃথক করার লক্ষ্যে কর অফিসের পরিবর্তে ব্যাংক ও অনলাইনে কর প্রদান সুবিধা প্রবর্তন করা
- উৎসে আদায়কৃত কর যথাসময়ে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান নিশ্চিত করা
- দীর্ঘদিন যাবত অনিষ্পন্ন থাকা কর আদায় সংক্রান্ত মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করা
- নিবন্ধন ও কর প্রদানে উদ্বুদ্ধ করার জন্য গণমাধ্যমে অব্যাহতভাবে ব্যাপক প্রচারণার ব্যবস্থা করা
- কর প্রশাসনের শূন্য পদ পূরণ এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ
- করদাতাদের উন্নত ও দ্রুত সেবা এবং তথ্য প্রদানের জন্য ওয়ান-স্টপ সেবাকেন্দ্র চালুকরণ
- কর প্রদান সম্পর্কিত ফরমসমূহ আরো সরলিকরণ এবং কর প্রদান পদ্ধতির আরো সহজীকরণ (যেমন মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কর প্রদান ব্যবস্থা চালু করা)
- সমন্বিত স্বয়ংক্রিয় কৌশল অবলম্বন যার মাধ্যমে রিটার্ণ দাখিল, কর ও শুল্ক নির্ধারণ, অনুমোদন এবং কর পরিশোধ সম্পন্ন করা ও তথ্য জানা যাবে
- কর ও শুল্ক সংক্রান্ত সকল ফরম, বিধি-বিধান, এসআরও, বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি এনবিআর-এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সহজলভ্য করা

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও অর্থ বিভাগ

কর বহির্ভূত রাজস্ব

৩.৩৮ কর বহির্ভূত রাজস্ব (NTR) খাতকে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধির একটি সম্ভাবনাময় উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে সরকারের মধ্যমেয়াদি কৌশল হলো মোট রাজস্বের ১৭ শতাংশ NTR উৎস হতে সংগ্রহ করা। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান (SoEs) হতে বর্ধিত পরিমাণ রাজস্ব এবং বিভিন্ন প্রকারের ফি ও চার্জ -এর মাধ্যমে এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। একই সাথে জাতিসংঘ শান্তি মিশনে অধিক হারে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রাজস্ব আহরণ করা যায়। প্রত্যাশা করা যায় যে, এসকল প্রচেষ্টা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব আহরণের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে অবদান বজায় রাখবে।

৩.৩৯ রাষ্ট্রায়াত্ত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর (SoEs) দক্ষতা ও প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার সক্ষমতা বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এর মাধ্যমে সরকারের কাছে অধিক মুনাফা/লভ্যাংশ স্থানান্তরের সুযোগও বাড়বে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদকে তাদের তদারকি ক্ষমতা আরো শক্তভাবে প্রয়োগ করতে হবে এবং তাদের আরো দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হতে হবে, যাতে সরকারের ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়। অর্থ বিভাগের মাধ্যমে রাষ্ট্রায়াত্ত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্ম-সম্পাদন পরিবীক্ষণ কার্যক্রমকে আরো জোরদার করা যায়। এর ফলে কর্ম-সম্পাদনের দুর্বলতা সনাক্ত করে সময়মত যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করা যাবে। রাষ্ট্রায়াত্ত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর (SoEs) সার্বিক কর্ম-তৎপরতাকে আরো শক্তিশালী ও কার্যকর করার জন্য অর্থ বিভাগে **'রাষ্ট্রায়াত্ত প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগ'** নামে একটি আলাদা অনুবিভাগ খোলা হয়েছে। এছাড়া কর বহির্ভূত রাজস্বের অবদান যথাযথভাবে অনুধাবন করে সম্ভাবনার নিরিখে বাজেট প্রণয়ন এবং নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের গুরুত্ব বোঝাতে প্রথমবারের মত এবছরে সকল মন্ত্রণালয়ের সাথে অর্থ বিভাগ পৃথক বাজেট সভা করেছে।

৩.৪০ কর বহির্ভূত রাজস্ব ব্যবস্থাপনাকে উন্নত ও শক্তিশালী করার জন্য ইতোমধ্যে গৃহীত সংস্কারমূলক কার্যক্রমসমূহ চলমান রয়েছে। এসকল কার্যক্রমের মূলে রয়েছে একটি নির্ভরযোগ্য সফটওয়্যার তৈরি করা, যার মাধ্যমে এনটিআর সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও উপাত্ত চিহ্নিত এবং সমন্বয় করা যাবে। এ ব্যবস্থা অর্থ বিভাগে সময়মত প্রতিবেদন প্রাপ্তির নিশ্চিয়তা বিধানে সহায়ক হবে। এতে এনটিআর আদায় কার্যক্রমের যথাযথ পরিবীক্ষণ জোরদার ও তদারকি ব্যবস্থা আরো গতিশীল হবে। উপরে বর্ণিত পৃথক বাজেট সভায় সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে বিদ্যমান ফি-সমূহ পর্যালোচনা, নতুন নতুন খাত চিহ্নিতকরণ এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে রাজস্ব আহরণ প্রচেষ্টাকে আরো জোরদার করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এতদ্ব্যতীত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধীনস্ত দপ্তরগুলোকে আদায়কৃত রাজস্বের দ্রুত জমা নিশ্চিতকরণ এবং এগুলোর পরিবীক্ষণ পদ্ধতি ও হিসাবায়ন ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী ও স্বচ্ছ করার বিষয়ে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

মধ্যমেয়াদি রাজস্ব প্রক্ষেপণ (অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে অর্থবছর ২০১৪-১৫)

৩.৪১ মধ্যমেয়াদে মোট রাজস্ব বার্ষিক গড়ে ১৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। এর ফলে মোট রাজস্ব ২০০৯-১০ অর্থবছরের ৭৯৪.৮ বিলিয়ন টাকা হতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১৮২৪.৮ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়ে জিডিপি'র ১৪.১ শতাংশে দাঁড়াবে (সারণি ৩.৭)। একই মেয়াদে কর-রাজস্ব জিডিপি'র ৯.৩ শতাংশ হতে বেড়ে ১১.৮ শতাংশে উন্নীত হবে বলে অনুমান করা হয়েছে।

সারণি ৩.৭: মধ্যমেয়াদি রাজস্ব প্রক্ষেপণ (২০১০-১১ হতে ২০১৪-১৫) (বিলিয়ন টাকায়)

রাজস্ব খাত	২০০৭-০৮ প্রকৃত	২০০৮-০৯ সংশোধিত	২০০৮-০৯ প্রকৃত	২০০৯-১০ বাজেট	২০০৯-১০ সংশোধিত	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
						বাজেট	প্রক্ষেপণ			
মোট রাজস্ব	৫৯১.৫	৬৯১.৮	৬৪১.০	৭৯৪.৬	৭৯৪.৮	৯২৮.৫	১১০৪.৩	১৩১৩.৯	১৫৫১.৩	১৮২৪.৮
কর রাজস্ব	৪৮১.৩	৫৫৫.৩	৫২৮.৭	৬৩৯.৬	৬৩৯.৬	৭৫৭.৯	৯০১.১	১০৮৩.২	১২৮৯.০	১৫২৭.১
এনবিআর কর রাজস্ব	৪৫৮.২	৫৩০.০	৫০২.১	৬১০.০	৬১০.০	৭২৫.৯	৮৬৫.১	১০৪৩.১	১২৪৩.৪	১৪৭৫.৩
আয় ও মুনাফার ওপর কর	১১৬.৭	১৩৫.৪	১৩৪.৩	১৬৫.৬	১৬৫.৬	১৯৫.১	২২৯.৭	২৭০.৮	৩১৯.৪	৩৭৫.৩
আমদানি শুল্ক	৮৭.৭	৯৫.৭	৮৪.৪	১০৪.৩	১০৪.৩	১২৪.৮	১৪১.৩	১৭০.৫	১৯৩.৯	২২০.০
ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক	২৪৬.৬	২৯২.৪	২৭৬.৬	৩৩২.৮	৩৩২.৮	৩৯৮.২	৪৮৫.৯	৫৯১.৭	৭১৮.৬	৮৬৭.১
অন্যান্য	৭.২	৬.৬	৬.৮	৭.৩	৭.৩	৭.৮	৮.৮	১০.০	১১.৪	১২.৯
নন-এনবিআর কর রাজস্ব	২৩.১	২৫.৩	২৬.৫	২৯.৬	২৯.৬	৩৪.৫	৩৫.৩	৪০.১	৪৫.৬	৫১.৮
কর বহির্ভুত রাজস্ব	১১০.২	১৩৬.৫	১১২.৩	১৫৫.১	১৫৫.৩	১৬৮.১	২০৩.২	২৩০.৭	২৬২.৪	২৯৭.৭
	জিডিপি'র শতকরা হার									
মোট রাজস্ব	১০.৮	১১.২	১০.৪	১১.৬	১১.৫	১১.৯	১২.৫	১৩.১	১৩.৬	১৪.১
কর-রাজস্ব	৮.৮	৯.০	৮.৬	৯.৩	৯.৩	৯.৭	১০.২	১০.৮	১১.৩	১১.৮
এনবিআর কর-রাজস্ব	৮.৪	৮.৬	৮.২	৮.৯	৮.৮	৯.৩	৯.৮	১০.৪	১০.৯	১১.৪
আয় ও মুনাফার ওপর কর	২.১	২.২০	২.২	২.৪	২.৪	২.৫	২.৬	২.৭	২.৮	২.৯
আমদানি শুল্ক	১.৬	১.৬	১.৪	১.৫	১.৫	১.৬	১.৬	১.৭	১.৭	১.৭
ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক	৪.৫	৪.৮	৪.৫	৪.৮	৪.৮	৫.১	৫.৫	৫.৯	৬.৩	৬.৭
অন্যান্য	০.১	০.১	০.১	০.১	০.১	০.১	০.১	০.১	০.১	০.১
নন-এনবিআর কর রাজস্ব	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪
কর বহির্ভূত রাজস্ব	২.০	২.২	১.৮	২.৩	২.২	২.২	২.৩	২.৩	২.৩	২.৩

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

৩.৪২ রাজস্ব প্রবৃদ্ধির প্রধান উৎস হবে ভ্যাট এবং সম্পূরক শুল্ক। মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক ২০০৯-১০ অর্থবছরের ৩৩২.৮ বিলিয়ন টাকা হতে বেড়ে ২০১০-১১ অর্থবছরে ৩৯৮.২ বিলিয়ন এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৮৬৭.১ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হবে। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির গড় হার প্রায় ২১.০ শতাংশ হবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে। প্রক্ষেপণ অনুযায়ী আয় ও মুনাফা কর ২০০৯-১০ অর্থবছরের ১৬৫.৬ বিলিয়ন টাকা হতে বেড়ে ২০১০-১১ অর্থবছরে ১৯৫.১ বিলিয়ন এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৩৭৫.৩ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হবে। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির গড় হার হবে প্রায় ১৮.০ শতাংশ। এ থেকে দেখা যায় যে, রাজস্ব বৃদ্ধির প্রধান উৎস হবে কর-রাজস্ব যেখানে পরোক্ষ কর হবে কর-রাজস্বের প্রধান খাত। তবে ক্রমান্বয়ে প্রত্যক্ষ করের হিস্যা বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টাও একই সাথে অব্যাহত রাখা হবে। মোট রাজস্বের মধ্যে প্রত্যক্ষ করের অংশ হবে প্রায় ২৩.০ থেকে ২৫.০ শতাংশ। একই সময়ে কর বহির্ভূত রাজস্ব মোট রাজস্বের ১৭-২০ শতাংশ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

৩.৪৩ অর্থবছর ২০১৪-১৫ নাগাদ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ জিডিপি'র ৬.৬ শতাংশে উন্নীত করা, ঋণ-জিডিপি অনুপাতকে সহনীয় পর্যায়ে রাখা এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশ অর্জন করে তা পরবর্তী সময়েও ধরে রাখার বিষয়ে মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা রয়েছে। এসকল পরিকল্পনা বাস্তবে রূপদানের জন্য প্রয়োজন অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে রাজস্ব আহরণের পরিমাণ পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করা। এক্ষেত্রে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের মধ্যে রাজস্ব আহরণের পরিমাণ জিডিপি'র ১৪.১ শতাংশে উন্নীত করতে হবে। রাজস্ব আহরণের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনায় যে সকল কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের অনুমান করা হয়েছে তা যথার্থ হলেও এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সেগুলোর সঠিক বাস্তবায়ন।